অসময়ের টানা বর্ষণে ঝিনাইদহের মাঠে ভাসছে কৃষকের স্বপ্ন

গত তিন দিনের টানা বর্ষণে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলাসহ জেলার অধিকাংশ কৃষকের স্বপ্ন ধুলিসৎ হয়ে গেছে। বৃষ্টির পানিতে ভাষিয়ে দিয়েছে তাদের ধান ক্ষেত, ক্ষতি হয়েছে সবজি চাষে।
উপজেলার ভাতুড়িয়া গ্রামের কৃষক কবির হোসেন বলেন, আমার তিন বিঘা জমির ধান কেঁটেছিলাম ১১ নভেম্বর বিচলী করার জন্য মাঠে পড়ে ছিল প্রায় শুকিয়েও গিয়েছিল ১৩ তারিখে গুছিয়ে আনার কথা ছিল কিš◌ুÍ সেদিন থেকে বৃষ্ঠি শুরু হয়েছে। এখন সব ধান পানিতে ভাসছে এবং পঁচে কল গজিয়ে যাচ্ছে। এরকম পারফলসী গ্রামের বাবুল আক্তার, ঘোড়াগাছা গ্রামের হাবিব, রবিউল, হিজলী গ্রামের রবিউল মুন্সী, শিতলী গ্রামের আব্দুর রশিদসহ এমন অনেকেই তাদের কষ্টের কথা শুনিয়েছেন। সাগরের লঘু চাপে সারাদেশেরে ন্যায় ঝিনাইদহে গত ১৩নভেম্বর থেকে তিনদিন যাবৎ থেমে থেমে বৃষ্ঠি হচ্ছে। কৃষকরা তাদের পাঁকাধান কাঁটার স্বপ্নে বিভর ছিল।

কিন্তু অনেক কৃষকের এখন মাথায় হাত। তারা ভাবছে কিভাবে তাদের সারাবছরের খাবার ঘরে আসবে? এছাড়া অনেক কৃষকের মুলা, পালংসাক বাঁধাকঁপি, মরিচসহ অনেক কিছুই নষ্ট হয়েগেছে। এরকম আরো দুএকদিন বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে উপজেলার সত্তর ভাগ কৃষকের রাস্তায় বসতে হবে।
এবিষয়ে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হাফিজ হাসান বলেন, উপজেলায় ১১২০০ হেক্টর জমিতে এবছর আমনের আবাদ হয়েছে, টানা বৃষ্টিতে কৃষকরা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। উপ-সহকারী উদ্ভীদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা মনিশংকর বিশ্বাস বলেন পঁচন রোধে কোন ওযুধ স্প্রে করা যাবেনা কারণ এর বিষক্রিয়া খাদ্য থেকে দীর্ঘদিন নষ্ট হতে চাইনা। পানিবদ্ধ জমির পানি দ্রুত বের করে দিতে হবে। আর আবহাওয়া ভাল হলে উল্টে পাল্টে সুকালে ক্ষতি কিছুটা কম হবে।

বারাদীতে সম্ভাব্য চেয়ারম্যান প্রার্থী প্লাবনের গণসংযোগ অব্যাহত

আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মেহেরপুর সদর উপজেলার নবগঠিত বারাদি ইউনিয়নে জাসদ মনোনীত চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ও জাতীয় যুব জোট নেতা মোঃ নুরু-উছ-সাফা প্লাবন এর গণসংযোগ অব্যাহত রয়েছে।

রবিবার বিকেলে নবগঠিত বারাদি ইউনিয়নের পাটকেলপোতা গ্রামে গণসংযোগ করেন তিনি। গণসংযোগকলে তিনি বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষের সাথে কুশল বিনিময় ও দোয়া প্রার্থনা করেন।

মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে জুয়া খেলা মেহেরপুরের ৫জনসহ আটক ৯

অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে দেশের কয়েকটি সীমান্তবর্তী জেলায় প্রতিদিন অন্তত ৩-৫ কোটি টাকার অবৈধ লেনদেনের তথ্য পেয়েছে সিআইডি। তদন্ত সংস্থাটি জানিয়েছে, জুয়ার টাকা লেনদেনে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের সুবিধা নিতো চক্রটি। এসব অর্থ হুন্ডির মাধ্যমে পাচার হতো বলেও ধারণা তাদের। রবিবার দুপুরে সিআইডির অতিরিক্ত ডিআইজি কামরুল আহসান এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান।

ডিআইজি বলেন, একটি মামলার তদন্ত করতে গিয়ে ওয়ানএক্সবেটবিডি ডটকম নামের একটি বেটিং সাইটের সন্ধান পাই। সাইটটি রাশিয়া থেকে পরিচালিত হলেও বাংলাদেশে এর এজেন্ট রয়েছে। ৯ এজেন্টকে ইতোমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে। ১৩ নভেম্বর দেশের সীমান্তবর্তী মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলো—মেহেরপুরের স্বপন মাহমুদ (২৭), নাজমুল হক

(২১), আসলাম উদ্দিন (৩৫), মুরশিদ লিপু (২৫), চুয়াডাঙ্গার শিশির মোল্লা (২১) ও কক্সবাজারের আটক করা হয়েছে মাহফুজুর রহমান নবাব, তার স্ত্রী মনিরা আক্তার মিলি (২৪), সাদিক এবং মাসুদ রানা (২০)।

এদের মধ্যে মাহফুজুর রহমান নবাব মেহেরপুর জেলার মূল নিয়ন্ত্রক। তার অধীনে অন্তত ১২-১৩ জন এজেন্ট রয়েছে।

সিআইডি কর্মকর্তা আরও বলেন, ‘বেটিং সাইটের একজন এজেন্টের সিমে গড়ে প্রতিদিন গড়ে ৭-৮ লাখ টাকা এবং অপর একটি সিমে ১০ লাখ টাকা লেনদেনের তথ্য পেয়েছি। এ জেলায় এমন ৫০ জন এজেন্ট আছে। প্রতিদিনই ৩ থেকে ৫ কোটি টাকার অবৈধ লেনদেন হচ্ছিল সেখানে। সারাদেশের চিত্র এখনও পাইনি।’

দিনে একটি বেটিং সাইটে এক থেকে দেড় লাখ ব্যক্তি জুয়ায় অংশ নিচ্ছে বলেও জানায় সিআইডি। যাদের বয়স ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। চক্রটি বিভিন্ন টুর্নামেন্ট টার্গেটে নিয়ে জুয়ার আয়োজন করে উল্লেখ করে ওই কর্মকর্তা বলেন, বেটিং সাইটটিতে অ্যাকাউন্ট খুললে একটি ই-ওয়ালেট তৈরি হয়। তাতে অ্যাকাউন্ট হোল্ডারকে টাকা লোড করতে হয়। বেটিং সাইটে দেওয়া মোবাইল ব্যাংকিংয়ের নম্বরে টাকা পাঠানোর পর তা ই-ওয়ালেটে যুক্ত হয়। ন্যূনতম এক হাজার টাকা পাঠালে অ্যাকাউন্টধারীকে পাসওয়ার্ড দেওয়া হয়। সেটা ব্যবহার করেই শুরু হয় জুয়া।

কামরুল আহসান বলেন, জুয়ায় জড়িতরা মোবাইল ব্যাংকিংয়ের বিজনেস সিম পেয়ে যাচ্ছে। এমনকি এসব সিম ভাড়াও নিতো ওরা।’বিজনেস বা এজেন্ট অ্যাকাউন্টে লেনদেনে এখনও কোনও লিমিট নেই। এই সুযোগই নিচ্ছে চক্রটি। এ কারণে অবৈধ এসব কাজ বন্ধ করতে মোবাইল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গেও কাজ করছে সিআইডি।

গ্রেফতারকৃতদের দেওয়া তথ্যে জানা গেছে, গোপন লেনদেনে তারা ম্যানেজমেন্ট ডক আইও নামের ওয়েবসাইট, টেলিগ্রাম ও রেড্ডি নামক কিছু অ্যাপস ব্যবহার করতো। নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ও অর্থ লেনদেনের তথ্য আদান-প্রদানে অ্যাপসগুলো ব্যবহার করতো তারা।

এখন পর্যন্ত বেটিং সাইটটিতে ৬০-৭০ জন এজেন্টের সংশ্লিষ্টতা পেয়েছে সিআইডি। তাদের মাধ্যমে অর্থপাচার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে উল্লেখ করে সিআইডি কর্মকর্তা বলেন, ‘আমরা কিছু অ্যাকাউন্ট নম্বর পেয়েছি। সেসব অ্যাকাউন্টে ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে। অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করার পর আবার তোলা হয়েছে। এ টাকা তারা পাচার করছে

কোনোভাবে।’

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিশেষ পুলিশ সুপার আশরাফুল আলম, বিশেষ পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রেজাউল মাসুদ এবং অতিরিক্ত বিশেষ পুলিশ সুপার আজাদ রহমান

হরিণাকুণ্ডুতে নকলমূক্ত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা হয়

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে নকলমূক্ত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এসএসসি,দাখিল,এসএসসি(ভোকেশনাল)ও দাখিল(ভোকেশনাল) পরীক্ষা শুরু হলো।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ফজলুল হক জানান উপজেলার হরিণাকুণ্ডু পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ কেন্দ্রে-৭০২,হরিণাকুণ্ডু সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে-৯৬২, পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ(ভোকেশনাল) কেন্দ্রে-১৫৮,হরিণাকুণ্ডু আলিম মাদ্রাসা কেন্দ্রে-১৭৭ ও জোড়াদাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে-৭৭২জন শিক্ষার্থী (পাঁচটি কেন্দ্রে) মোট ২৭৭১ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহন করছে।

রবিবার পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সৈয়দা নাফিস সুলতানা ও উপজেলা সহকারী কমিশনার(ভূমি)সেলিম আহমেদ বিভিন্ন কেন্দ্র পরির্দশন করেন।

ঝিনাইদহের হাটগোপালপুরে পাম্প মিস্ত্রিদের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহে সদর উপজেলার হাটগোপালপুর বাজারে পাম্প মিস্ত্রিদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে । ডি-সোয়ান এন্টার প্রাইজ ও মন্ডল ট্রেডার্স শনিবার রাতে কর্মশালার আয়োজন করে। মন্ডল ট্রেডার্সের স্বতাধিকারি মনির মন্ডলের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথী ছিলেন ডি-সোয়ান এন্টার প্রাইজের ন্যাশনাল সেলস ম্যানেজার নাজিমুল ইসলাম সোহাগ।
বিশেষ অতিথি ছিলেন ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি ও এসএটিভির জেলা প্রতিনিধি ফয়সাল আহমেদ, হাটগোপালপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই রবি শংকর নাগ,এএসআই এনতাজুল হক, ডি-সোয়ান এন্টার প্রাইজের প্রধান হিসাবরক্ষক শাহাদৎ হোসেন, খুলনা এরিয়া ম্যনেজার কেরামত আলি, সেলস এক্সিকিউটিভ সোহানুর রহমান।অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন হাটগোপালপুর বাজার দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডা.এস.এ.জি মিল্টন। এছাড়াও অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুর রহমান, ব্যবসায়ী বিদুৎ হোসেন, সোহরাব মন্ডল, রিফাত মন্ডল, মাহফুজ হোসেন, এনামুল হক প্রমুখ। কর্মশালায় মাগুরা ও ঝিনাইদহ জেলার শতাধিক পাম্প মিস্ত্রি উপস্থিত ছিলেন। পরে র্যাফেল ড্র আনুষ্ঠিত হয়।অনুষ্ঠন শেষে উপস্থিত সকলের মাঝে উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়।

ঝিনাইদহে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু

সারাদেশের ন্যায় ঝিনাইদহেও শুরু হয়েছে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। সকাল ১০ টা থেকে জেলার ৬ উপজেলায় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রতিটি বেঞ্চে একজন করে শিক্ষার্থী বসে পরীক্ষা দিচ্ছেন। মহামারী করোনার পর পরীক্ষা দিতে পেরে খুশি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। আগামীতে লকডাউনের মত পরিস্থিতি সৃষ্টি

হলেও এভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরীক্ষা নেওয়ার পরামর্শ অভিভাবকদের।
সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে আসা রশিদ চৌধুরী নামের এক অভিভাবক বলেন, একটি বাচ্চা দীর্ঘদিন লেখাপড়া করলো। সে কখনও চাইনা তার পরীক্ষা বিহীন একটি রেজাল্ট হোক। এটা কাঙ্খিত না। শিক্ষার্থীদের কাছেও কাঙ্খিত না আমাদের কাছেও কাঙ্খিত না। দীর্ঘদিন পর পরীক্ষা হচ্ছে এজন্য শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি আমরাও খুশি।
মিলন হোসেন নামের আরেক অভিভাবক বলেন, এখন স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে। কিন্তু যদি আগামীতে করোনা পরস্থিতি খারাপ হয় তবুও যেন এভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরীক্ষা নেওয়া হয়।
পরীক্ষা শুরুর পর শহরের সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শণ করেন জেলা প্রশাসক মজিবর রহমান।
জেলা প্রশাসক জানান, এ বছর জেলার ৬ উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২৬ হাজার ১’শ ১১ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। এর মধ্যে এসএসসি ২০ হাজার ৪’শ ৩৩, দাখিল ৩ হাজার ৫’শ ১৫ ও ভোকেশনাল পরীক্ষা দিচ্ছে ২ হাজার ১’শ ৬৩। পরীক্ষা কেন্দ্রে যেন যথাযথ স্বাস্থ্য মানা হয় সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সেই সাথে প্রশ্নপত্র ফাঁসরোধে আমরা পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিয়েছি।

ঝিনাইদহে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতামুলক আন্ত:ধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতামুলক আন্ত:ধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে রোববার সকালে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প এ সংলাপের আয়োজন করে।
জেলা প্রশাসক মজিবর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক খান।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনার, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কনক কান্তি দাস, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌরসভার মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু, ইসলামী চিন্তাবিদ ড. কে এম আব্দুল মোমেন সিরাজী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনোয়ার সাঈদ। সংলাপে জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে আসা ইমাম, পুরোহিত, পালকসহ অন্যান্যরা অংশ নেয়।
এসময় বক্তারা, দেশে সাম্প্রদায়িক উস্কানীদাতাদের শনাক্ত করে নির্মূল করার পাশাপাশি প্রগতিশীল চেতনা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের মাধ্যমে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

ঝিনাইদহে ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষায় আন্ত:ধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতামুলক আন্ত:ধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে রোববার সকালে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প এ সংলাপের আয়োজন করে। জেলা প্রশাসক মজিবর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক খান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনার, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কনক কান্তি দাস, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌরসভার মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু, ইসলামী চিন্তাবিদ ড. কে এম আব্দুল মোমেন সিরাজী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনোয়ার সাঈদ। সংলাপে জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে আসা ইমাম, পুরোহিত, পালকসহ অন্যান্যরা অংশ নেয়।

এসময় বক্তারা, দেশে সাম্প্রদায়িক উস্কানীদাতাদের শনাক্ত করে

নির্মূল করার পাশাপাশি প্রগতিশীল চেতনা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের মাধ্যমে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

দীর্ঘদিনের সমস্যায় জর্জরিত ওয়ার্ডবাসী, কাটিয়ে উঠার চেষ্টা (ভিডিও সহ)

মেহেরপুর পৌরসভার ক্যাশবপাড়া, বড় বাজার পাড়ার একাংশ, মন্ডলপাড়া পাড়া, গড় পাড়া, ফৌজদারী পাড়া, মহিলা কলেজ পাড়া নিয়ে গঠিত ৬ নম্বর ওয়ার্ড। এই ওয়ার্ডের মধ্যে রয়েছে, মহিলা কলেজ, ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি কিন্ডার গার্টেন স্কুল। ওয়ার্ডের নতুন মিলিয়ে মোট ভোটারের সংখ্যা বতর্মান ৩ হাজার ৫শত জন। ওয়ার্ডের নির্বাচিত কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটান।

০৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখা গেছে, প্রধান সড়ক নির্মাণ, ড্রেণ নির্মাণসহ বেশ কিছু উন্নয়ন কাজ হয়েছে। ওয়ার্ডের অধিকাংশ এলাকায় নেই ময়লা আবর্জনা ফেলার নির্দিষ্ট জায়গা। এলাকার লোকজন যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলে। তবে পৌরসভার গাড়ি এসে ময়লা আবর্জনা নিয়ে যায় বলে জানান স্থানীয়রা। অধিকাংশ ড্রেণের ঢাকনা নেই এবং ড্রেণগুলো পরিষ্কার না করায় ড্রেণে জমা পানি থেকে দূর্গন্ধ ও মশার উপদ্রপ সৃষ্টি হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে পৌর পরিষদের মেয়াদ পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু এই ওয়ার্ডের ভাগ্য পরিবর্তন করেনি। তবে সব সমস্যা থেকে সমাধানের চেষ্টা খুজছেন বর্তমান পৌর পরিষদ।

এর মধ্যে কিছু সড়ক নিচু হওয়ার কারনে বৃষ্টি হলেই পানি জমে যায়। ড্রেণগুলো নিয়মিত পরিস্কার না করায় পানি নিস্কাশন হয় না। পাড়ার ভিতরের রাস্তাগুলো ভাঙ্গাচুরা। রাস্তাগুলো মেরামত হয়নি দীর্ঘদিন।
মন্ডলপাড়ার জনি বলেন, ময়লা ফেলার নির্দিষ্ট জায়গা না থাকায় আমরা

মেইন সড়কে ময়লা রেখে আসি। পৌরসভা থেকে এসে প্রতিদিনের ময়লা প্রতিদিন নিয়ে যায়। তবে পাড়ার ভিতরে ময়লা আবর্জনা ফেলার কোন জায়গা নেই। পাড়ার ঠিক মাঝখানে পচা গর্ত নামে একটি আবর্জনা ফেলার জায়গা আছে সেখানেই পাড়ার লোকজন আবর্জনা ফেলে। এলাকার পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ভালো না। সামান্য বৃষ্টিতে দীর্ঘদিন ধরে রাস্তায় পানি জমে থাকে। ড্রেণগুলো ঠিকমত পরিষ্কার করে না। ড্রেণগুলো পরিষ্কার না করার কারণে অনেক জায়গায় বুজে গেছে। বৃষ্টির সময় বা বাড়ির ব্যবহারের পানি ড্রেণ উপচে রাস্তায় আসে। ফলে নোংরা দূর্গন্ধময় পানি মাড়িয়ে রাস্তায় চলাচল করতে হয়।

গড় পাড়ার সুজন বলেন, পাড়ার ভিতরে ড্রেণগুলোর অবস্থা ভালো না। অনেকদিন ধরে পরিষ্কার করে না। তাছাড়া ময়লা ফেলার নির্দিষ্ট জায়গা না থাকায় রাস্তার পাশে ময়লা আবর্জনা ফেলতে হয়। অনেক সময় পৌরসভার গাড়ি এসে আবর্জনা নিয়ে যায় আবার ৪-৫দিন যাবত আবর্জনা পড়েও থাকে। বড় বাজারের যাওয়ার রাস্তাটি একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই রাস্তাটিতে পানি জমে চলাচলের অযোগ্য হয়ে যায়। এবার বর্ষাতেও জলবদ্ধতা তৈরী হয়েছিল। বারং বার পৌরসভাকে জানিয়ে সেই পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়।

ক্যাশব পাড়ার হেলাল উদ্দিন বলেন, পাড়ার অলিগলির রাস্তাগুলো ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গেছে। পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকার কারণে বাড়ির ব্যবহৃত ও বৃষ্টির পানিতে জলবদ্ধতা হয়ে থাকে। নোংরা দূর্গন্ধময় পানি মাড়িয়ে রাস্তায় চলাচল করতে হয়। ময়লা আবর্জনা ফেলার ডাষ্টবিনের অভাবে সড়কের পাশে দূর্গন্ধময় ময়লা আবর্জনায় স্তুুপ হয়ে পড়ে থাকে। একদিন দুদিন পরপর পৌরসভার গাড়ি এসে ময়লা নিয়ে যায়। ড্রেণগুলো অনেক দেরিতে পরিষ্কার করে। এখানে রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে মেরামত করা হয়নি যার কারণে চলাচলে সমস্যা সৃষ্টি হয়। বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ভালো।

ফৌজদারী পাড়ার রুনা খাতুন বলেন, এলাকার একাংশে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ভালো হলেও আমাদের অংশে রয়েছে পানি নিষ্কাশনের সমস্যা। দৈনন্দিন ব্যবহৃত ও সামান্য বৃষ্টির পানিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। পাড়ায় কোনো ডাষ্টবিন নির্মাণ না করায় স্থানীয়রা যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনায় ফেলে। ফলে মশা-মাছির উপদ্রপ বাড়ছে। বাড়ির সামনে খোলা জায়গায় আবর্জনা ফেলার কারণে দূর্গন্ধময় পরিবেশে কষ্ট করেই বসবাস করতে হচ্ছে।

সমস্যা থাকলেও রাস্তা ও ড্রেণের উন্নয়ন লক্ষ্য করা গেছে। তবে

গাংনীর কাজিপুরে মেম্বর প্রার্থীর পোষ্টার ছেঁড়ার অভিযোগ

তৃতীয় ধাপে অনুষ্ঠেয় গাংনীর উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ৩ নং ওয়ার্ডের সাধারণ সদস্য (মেম্বর) প্রার্থী ফারুক হোসাইনের পোষ্টার ছিড়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছে।

শুক্রবার রাতের কোনো এক সময় কাজিপুর ইউনিয়নের কাজিপুর নিমসরণ পাড়াতে এ পোষ্টার ছেঁড়ার ঘটনা ঘটেছে।
তবে, ফারুক হোসাইন অভিযোগ করেছেন অপর প্রার্থী বর্তমান মেম্বর মনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে।

তিনি অভিযোগ করেন, আমার টিউবওয়েল মার্কার পোষ্টার ও বর্তমান মেম্বর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মনিরুল ইসলামের পোষ্টার নিমসরণপাড়া এলাকার বিভিন্ন দেয়াল ও দড়িতে বেঁধে পাশাপাশি টানানো ছিল। সেসব পোষ্টারের মধ্যে মনিরুল ইসলামের সবগুলো পোষ্টার অক্ষত থাকলেও আমার টিউবওয়েল মার্কার সব পোষ্টার ছেঁড়া রয়েছে। কোনো পোষ্টারের মাথা ছেঁড়া আবার কোনো পোষ্টারের প্রতীক ছেঁড়া। দঁড়ি দিয়ে যেসব পোষ্টার টানানো ছিল সেগুলো কেটে মাটিতে ফেলে দিয়েছে।
বিষয়টি আমি থানা এবং স্থানীয় পুলিশ ক্যাম্পে মৌখিকভাবে জানিয়েছি।

এব্যপারে অপর প্রার্থী মানিরুল ইসলামের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।